বস্তুসার

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প অপেক্ষাকৃত নবীন সাহিত্য ধারা। মূলত উনিশ শতক থেকেই এই সাহিত্য ধারার উদ্ভব। উপন্যাসের মতো বিস্তৃত পরিসর তার না থাকলেও, অনেক চরিত্র বিকাশের অবকাশ না থাকলেও ছোটগল্প তার নিজস্বতায় উদ্ভাসিত। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই মানবজীবন ও মানবমনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দেশকালের চিত্র অঙ্কন অত্যন্ত বলিষ্ঠতা সঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে যে ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটেছিল, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোটগল্পের বিষয়ও হয়েছে পরিবর্তিত। ছোটগল্পের এই প্রবাহমানতার ইতিহাসে অনেক ছোটগল্পকারই বাংলা সাহিত্যের জগতে উঠে এসেছেন। তাঁদরে মধ্যে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে দেবেশ রায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পের সংখ্যা শতাধিক। এখনো তাঁর কলম সৃষ্টিশীল। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিকের নতুনত্বে তার ছোটগল্পের আবেদন স্বতন্ত্র।

একটি মানুষের, অথবা স্থানের বা সমাজের ও সময়ের বাস্তবতাকে কত দিক থেকে তুলে ধরা যায় কিংবা, তুলে ধরা সম্ভব তা দেবেশ রায় তাঁর গল্প সাহিত্যে বহুল ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তুলে ধরেছেন। বাস্তবের বহুবিচিত্র রূপ প্রতিভাসিত হয়ে আছে তাঁর গল্পে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সাংবাদিক, কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ও অধ্যাপক, এসবের বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। গল্পসমগ্রের ৫ম খণ্ডের ভূমিকা অংশে তাঁর রচনায় সাংবাদিকতার প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—'' 'প্রতিক্ষণ' এর সৌজন্যে পাওয়া ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্র থেকে পাওয়া সাংবাদিক রচনার অভিজ্ঞতা আমার আখ্যান রচনার ধরণকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে।''

লেখক ১৪ বছর বয়স থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ছিলেন। এটি তাঁর জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা। এর ফলেই তিনি মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। খুব কাছে থেকে স্থানীয় মানুষদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা গল্প সাহিত্যে বিদ্যমান। অন্যদিকে রাজবংশী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। গল্পে তার স্বাভাবিক

সঞ্চার দেখা যায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন। ব্যক্তি সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের উদ্ভাসিত রূপ দেখি তাঁর গল্পে। একজন মানুষ তার দেশকাল সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একজন আস্ত মানুষ হয়ে উঠেন। দেবেশ রায় তার গল্পে সেই মানুষদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দেশ-কাল-সামাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রতিভাসিত করেছেন। তা আমরা তাঁর অনেক গল্পেই পাই।

অর্থনৈতিক সঙ্কট মানুষের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তোলে সেই বিষয়টি তার অনেক গল্পেই ঐতিহাসিক পটভূমি চিত্রিত হয়েছে।

সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজে ক্ষয়, হতাশা, যন্ত্রণা ও পঙ্গুত্বকে তিনি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায় ‘‘স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পেরতে না পেরতেই পরিবর্তমান সমাজে, অপরিবর্তিত শাসন কাঠামো আর ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তনের ভেতর গল্প, উপন্যাসের কাজ শুরু করার চাইতে বড় সৌভাগ্য কথাসাহিত্যেকের পক্ষে আর কি হতে পারে।’’ দেশ ও কালের এই পরিবর্তনের ফলে বদলে গেচে মানব সম্পর্কগুলি। মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা চেতনা, আর মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মূল্যবোধের এই পরিবর্তনকে ছোটগল্পে শিল্পরূপ দেবার কাজে দেবেশ রায় অনন্য হয়ে আছেন।

ঔপন্যাসিক হিসাবে দেবেশ রায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। শিল্প-সৃজনে, ফর্মে ও কনটেন্টে তিনি বাংলা উপন্যাসে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ছোটগল্পকার হিসাবেও তিনি বাংলা ছোটগল্পে অনেক পরিবর্তন এনেছেন। তাঁর ছোটগল্প গোড়া থেকেই ছোটগল্পের সীমানা ভেঙেছে। তাঁর ছোটগল্প ছোট হলো কিনা এ বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দেন না। গল্প-উপন্যাসের পৃথকীকরণ তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক। গল্পসমগ্রের ৩য় খণ্ডে ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন—
‘‘ ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ লেখা হয়ে গিয়েছিল একবারে, তারপর পাঁচ-ছ বছর ধরে এরই বিভিন্ন অংশ কাগজপত্রে বেরোতে থাকে কখনো উপন্যাস হিসাবে, কখনো বড়গল্প বা ছোটগল্প হিসেবে। এতে আমার কাছে উপন্যাসের সমগ্রতার চেহারাটা যেমন স্পষ্ট আকার পায় তেমনি আখ্যানের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথাটাও ক্রমেই প্রধান হয়ে ওঠে। আখ্যানকে একটি ছোটগল্প বা উপন্যাসের ভিতর সম্পূর্ণ আঁটাতে গেলে আখ্যানের সর্বাতিশয়তা খর্ব হয়।’’

অর্থাৎ গল্পকার দেবেশ রায়ের গল্পের সেই গঠন কৌশল তথা আঙ্গিকের নতুনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটিকে নিম্নলিখিত রূপে অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে—

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্যকৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায় ও সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার।

তৃতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের ক্রম বিবর্তন।

চতুর্থ অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয় ভাবনার পর্যালোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল।

উপসংহার।

প্রথম অধ্যায় : 'দেবেশ রায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন' এখানে আলোচিত হয়েছে তাঁর জন্মের ইতিহাস ও তাঁর পারিবারিক পরিচয়। বাংলাদেশ থেকে খুব শৈশবেই জলপাইগুড়িতে স্থান পরিবর্তনের ইতিহাস। বিদ্যালয় জীবন, উচ্চশিক্ষার জনয কলকাতায় আগমন—সবশেষে কর্মসংস্থান সূত্রে আবার জলপাইগুড়িতে ফিরে আসার পুনরাবৃত্ত। এই সময় অধ্যাপনার পাশাপাশি কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে জলপাইগুড়িতে তাঁর উপর নেতৃন্তের ভার পড়ে। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় পুনরায় নতুন কাজের সূত্রে আসেন এবং 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্স' এ যোগ দেন এবং স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকার জন্য বসবাস শুরু করেন। এবং এ যাবৎ কলকাতায় স্থায়ীভাবে রয়েছেন। এ সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'হাড়কাটা' গল্পটি লিখে সবার নজরে আসেন। গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এককভাবে এই 'হাড়কাটা' গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের পথ চলা শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত সেই গতি অব্যাহত। এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি শুধু ছোটগল্পই লিখে গেছেন। সাহিত্যচর্চায় স্বাদ বদল ঘটিয়ে উপন্যাস চর্চাতেও মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৮ সালে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লিখে বাংলা

সাহিত্যে বিরাট সাড়া ফেলে দেন। এ জন্য তিনি 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮৯ সালে পান 'ভুয়ালকা' পুরস্কার। যাইহোক, ব্যক্তিজীবনের বৃত্তে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পর্বটি তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল অনুযায়ী এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'দেবেশ রায় ও সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার'। দেবেশ রায়ের ছোটোগল্প আলোচনার পূর্বে আলোচনা করেছি তাঁর সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও রচনার বিশেষ দিকটি। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎ, তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বেশ কয়েকজন অগ্রজ গল্পকারদের আলোচনা প্রয়োজন দেবেশ রায় এবং তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের একটি বিশেষ অবস্থা নির্ণয় করতে। সেখানে জলবায়ুগত প্রভাব ও প্রতিকূল পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত থেকে দেখানো গল্পকারদের উত্থান পর্ব। এখানে তেমনি দেবেশ রায়ের গল্পের একান্ত ব্যক্তিগত ঘরানার আরও কাছাকাছি পৌঁছতে সমসাময়িক গল্পকারদের গল্প নিয়ে আলোকপাত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একই সময়ে একই আবহের আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলে ওঠার জ্বলন্ত দিনগুলি এখানে উপস্থিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়েছে। দেবেশ রায়ের সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ।

তৃতীয় অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দেবেশ রায়ের দীর্ঘ গল্প রচনার ক্রমবিবর্তনের ধারা। ১৯৫৫ সাল থেকে লেখা গল্পের সূত্রপাত থেকে বর্তমান কাল অবধি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ধাপে ধাপে আলোচিত হয়েছে। গল্পকার স্বয়ং নিজে তাঁর গল্পগুলিকে এ পর্যন্ত ছ'টি খণ্ডে ভাগ করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডী রেখে সেগুলিকে ভাগ করতে তাঁকে দেখা গেছে। যেমন ১৯৫৫-১৯৬১ সাল পর্যন্ত গল্পগুলিকে তিনি গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ডে সর্বমোট ২১টি গল্প রয়েছে। সূচিপত্রে দেবেশ রায়ের একটি মূল্যবান ভূমিকাও এখানে উপস্থিত। প্রকাশকাল এই গল্পগুলিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকলেও কিছু কিছু প্রকাশকাল 'আনুমানিক' বলে মনে হয়। গল্পগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, যেমন—'দেশ', 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', 'পরিচয়', ' ছোটগল্প', 'মানস' ইত্যাদি। প্রথম খণ্ডে

ক্রমবিবর্তনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে গিয়ে গল্পগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তেমনি স্মৃতি, একাকীত্ব, শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের কথা তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পগুলিতে। নিজেকে গল্পকার হিসাবে অদৃশ্য ঘোষণা এবং ভূমিকাংশে উল্লিখিত আত্মভাবনা থেকে অনুমান হয় কোথাও একটা সাংঘাতিক দায় থেকে তাঁর এই গল্পলেখক সত্তার বিবর্তন ঘটেছে।

'দেশ', 'পরিচয়', 'ছোটগল্প', 'কালান্তর', 'সম্প্রতি' প্রভৃতি পত্রিকায় 'গল্পসমগ্র' ২য়-এর গল্পগুলি প্রকাশিত। ১৯৬২-১৯৬৭ সালের মধ্যে লিখিত গল্পগুলিতে ২৯টি গল্প স্থান পেয়েছে। ক্রমবিবর্তনের এই ধারায় বাস্তবতায় প্রসঙ্গ গভীর থেকে গভীর আকার নিয়েছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে ইতিহাস এসে ধরা দিয়েছে। এক অস্থির সময়ে দেবেশ রায় নিজে যেভাবে পদার্পণ করেছেন, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যেন ১৯৬২-১৯৬৭ সালের সুতীব্র আন্দোলিত আন্দোলনকে। গল্পগুলির আবেদনও তাঁর গল্পসত্তার ভেতর থেকে প্রকট হয়ে তাঁর সাথে হুবহুভাবে সুর মিলিয়েছে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ -এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকায় মোট ১২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলি 'শারদীয় কালান্তর', 'পরিচয়', 'গল্প-কবিতা', 'অমৃত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাজনীতির রাজনৈতিক কৌশলের মুহুর্মুহু রং বদল ঘটে তা এই গল্পগুলিতে দেখানোর প্রচেষ্টা আছে। চেনা বৃত্তের মধ্যে ভাগ্য সন্ধানের পরিণতিও এই 'গল্পসমগ্র - ৩' এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের গল্পে দেবেশ রায়ের নান্দনিক চর্চার দিকটি ভালভাবে ফুটে ওঠে। বহু স্তরিক ভাষা বিন্যাসের ওপর তিনি নির্মাণ করে গেছেন গল্পের কাহিনি। তিনি বাস্তবজীবনে সাংবাদিকতার কর্মকে এক সময় গল্পের মধ্যে প্রয়োগ করলে গল্পগুলির রেখাচিত্রগুলিকে বদলে যেতে দেখা গেছে। ব্যক্তি মানুষের বন্দী জীবন থেকে মুক্তির খোঁজ অনুসন্ধানের অস্থির তৃষ্ণা যেমন লক্ষিত হয় তেমনি মুক্তির খোঁজ থেকে মুক্তি পেতে ব্যক্তিজীবনের একঘেয়ে মুক্তির বহু বিচিত্র অপরাধমূলক ভাবনাও গল্পগুলিতে আশ্রয় পেয়েছে। জীবনের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে দেবেশের গল্প শোনানোর সাহসী অভিযান এই অধ্যায়ে অনেকটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মতো। রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার দৈনন্দিন চিত্র তার সাথে আইনের মনযোগ বা নিতিকথার পরিভাষা বুঝে ওঠা এ পর্বের গল্পগুলিতে কঠিন আকার নিয়েছে।

সম্মিলিতভাবে ১০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'গল্পসমগ্র - ৪'। ১৯৭৮-১৯৮৬ প্রায় আট বছর ধরে গল্পগুলি লেখা এবং প্রকাশ হয়। গল্পগুলি 'শারদীয় পরিচয়', 'শারদীয় বারোমাস', 'পরিচয় গল্পসংখ্যা', 'বারোমাস', 'শারদীয় যুগান্তর' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় রচিত। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন ব্যক্তিজীবনকে গ্রাস করার তীব্রতা ধরা পড়ে। ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির পথভ্রান্ত জগৎ এখানে লক্ষণীয়। জন্মগত অধিকারের আপন জগৎ এ গল্পগুলিতে শেষ পযন্ত ভুলে ভরা একটি দীর্ঘ অভিশাপের দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় মূল্যবোধ ধসে পড়ার প্রকৃত কারণের উৎস। উৎসের রূপে ও স্বরূপে বিচিত্র জীবনের অচেনা-অজানা বৃত্তান্ত। নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম এবং পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার অন্দরে টানাপোড়েন, যাপিত জীবনের ধর্ম এবং যুগের চাহিদাকে দেবেশ রায় জানিয়ে দেন জীবন-যুগ-স্মৃতি ও সত্তার বৃহত্তর পৃথিবী।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকায় 'গল্পসমগ্র -৫' -এ মোট ১৭টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলি 'আজকাল', 'বারোমাস', 'মুখের দরদাম', 'গল্পপত্র', 'মিরান্দা', 'কালান্তর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। অবলম্বন নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় প্রত্যেকটা মানুষ। এবং অবলম্বন হীনতা নিয়ে বাঁচতে চায় না কেউ-ই। ফলে তাঁকে ঘিরে ধরে শূন্যতা-একাকীত্ব। আর এই একাকীত্ব নিয়ে রক্ত-মাংসহীন জীবন অতিক্রম করার তিক্ত অভিজ্ঞতা ঝড়ে পড়ে কীভাবে তার দর্শন ধরা পড়েছে। স্মৃতি-বিস্মৃতির প্রসন্ন তখনই উপস্থিত হয় যখন অনুভূতি অনুশীতিল হয় মনের গভীরে। সেখান থেকে কোন এক ধূসর অতীতও আছড়ে পড়ে অনুভবের দরজায়। আবার স্মৃতির স্মরণে এক স্মৃতিকে ফেলে আর এক স্মৃতি চাপা পড়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিগত নিজস্ব জগৎ নানারকম ভাবনা নিয়ে পাড়ি দেয় সময়ে-অসময়ে তার ইচ্ছের জগৎকে কেন্দ্র করে। সেখানে আলোর ন্যায় মুহূর্তে মুহূর্তে পৌঁছে যায় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিমন। তাঁকে তখন সেই আশ্রয়ে যন্ত্রণা পেতে দেখা যায়, সুখ অনুভব করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের স্বভাবের আবরণ ভেঙে দেবেশ নিয়ে যান আবরণ ভাবা সেই নিজস্ব ব্যক্তিগত জগতের ঠিকানায়। এছাড়াও সময়োপযোগী গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছায়া লক্ষ্য করা যায় বেশ কিছু গল্পে।

নয়টি গল্পের সম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর 'গল্পসমগ্র - ৬'। ১৯৯৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে এই গল্পগুলি লিখেছেন গল্পকার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই গল্পগুলিকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যেমন—'বারোমাস', 'কালান্তর', 'পরিচয়', 'দেশ', 'প্রমা' ইত্যাদি। গল্পের কনটেন্ট এর গল্প বলার ভাজ তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিতে যেভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতে ষষ্ঠ খণ্ডে এসে গল্পের ভাষা-ভাবনা বদলে গেছে অনেকটা। দেবেশ রায় যে ততদিনে একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার এই গল্পগুলিতে তেমনভাবে নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। দেবেশ রায় যে ধরণের গল্প লিখতে অভ্যস্ত তাতে তাঁর স্পর্শ পুরামাত্রায় এ গল্পগুলিতে রয়েছে। তবে আলাদা করে বলতে গেলে বলতে হয় উত্তরবঙ্গ যে তাঁর প্রথম জীবনের একটি বড় অধ্যায় এবং এখানে তিনি এ প্রকৃতির রূপরসগন্ধ মেখে বড় হয়ে উঠেছেন, তার প্রসন্ন উল্লেখিত আছে। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বিভিন্ন মানুষের বসবাস, তাঁদের সংস্কৃতি এই খণ্ডে তিনি আপন মমতায় আলোকপাত করেছেন। ফলে চেনা উত্তরবঙ্গের ভেতরে আরও বর্ণময় উত্তরবঙ্গ ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তিনি যেন ক্ষেত্রসমীক্ষার বেশে তাঁদের জীবনের পর্বগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের প্রবাহমান জীবনের দিনলিপি দেবেশ রায়ের ছোটোগল্পে সত্যি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

গবেষণা প্রকল্পের অধ্যায় বিভাজনে এতক্ষণ ধরে যে অধ্যায়গুলি আলোচিত হল, তাতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পারস্পরিক সংযোগ এবং ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায় বিন্যাসের বিধিলিপি অনুযায়ী তাতে ধীরে ধীরে দেবেশ রায় এবং তাঁর ছোটগল্পকে উপলব্ধি করার একটা অবয়ব গড়ে উঠছে। এবার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশ করলে সেই অভিযান অনেকটা তার লক্ষ্যে পৌঁছবে বলে মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায় : দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনার পর্যালোচনা।

' শ্রেণিবিভাজন ও বিষয়ভাবনা' একটু তলিয়ে আলোচনা করলে তার বেশ কয়েকটি অণু-অধ্যায় তৈরি হয়। সেগুলি ছাড়া আলোচনাটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। যেমন—

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প

খ. রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক ছোটগল্প

গ. সমাজ চেতনামূলক ছোটগল্প

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক ছোটগল্প

ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প

চ. নৈতিক চেতনার হ্রাস, মূল্যবোধহীনতা ও হতাশার গল্প

ছ. বিবিধ।

ক. মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প : মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব বোধহয় আরম্ভ হয় তার নিজেরই সাথে। এবং অন্য কোন মানুষের সঙ্গে বা কোন পরিস্থিতির চাপে তৈরি হয় মনস্তত্ত্ব। স্বভাবতই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বুনন তাঁর বর্ণময় দিক লেখক জীবনে নানান অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে। ব্যক্তির সংঘাতের জন্য ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা বিবিধ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এখানে লক্ষণীয়। সমাজের বসবাসকারী ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে হতাশা, যন্ত্রণা নৈতিক চেতনাহীনতাকে তিনি মনস্তত্ত্বের ছাঁচে ভাষা দিয়েছেন। ফলে তাঁর নিজস্ব গল্প উপস্থিত করার কলাকৌশলে গল্পে মনতত্ত্বের নতুন দৃষ্টিকোণ রূপ লাভ করেছে। মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের মধ্যে'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'হাড়কাটা', 'পা', 'কলকাতা ও গোপাল', 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু', 'দুপুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক গল্প : রাজনৈতিক আবহ নিয়ে গল্পের যাত্রা শুরু ষাটের দশক থেকে। দেবেশ রায় ব্যক্তি জীবনের রাজনৈতিক আদর্শে প্রবলভাবে উদ্বদ্ধু হয়েছিলেন ছাত্রজীবন থেকেই। ফলে রাজনৈতিক ছাঁচে গড়া গল্পগুলিতে লেখকের তত্ত্ব, কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং প্রত্যয়ে তিনি নিজের দর্শনকে বিস্তার করতে পেরেছেন। রাজনীতির অর্থ তাঁর কাছে দৈনন্দিন জীবনের ভিতর এক স্বপ্নের সঞ্চার ও সেই স্বপ্নকে দৈনন্দিন করে তোলার অনবরত ইচ্ছা আর কাজ (ভূমিকা, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ, পৃ. ৩)। রাজনীতির নিবিড় চলমানতা তাঁর গল্পে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ক্ষমতাসীন রাজনীতির শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে—তার চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। একজন ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে নোংরা রাজনীতির চূড়ান্ত সীমা এক জায়গায় না থেমে শুধু ভোগাতে ওই লাশের সাথে জড়িত আত্মীয়-স্বজনদের। এমন নির্মম ও সাহসী গল্প লিখতে দেবেশ দ্বিধা করেন নি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দূরত্ব দেবেশের অনেক গল্পেই প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তাই অনেক রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক

গল্প লেখা হয়েছে। যেমন—'উদ্বাস্তু', 'মানুষরতন', 'রাষ্ট্রপতির শাসনে', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'মৃত জংহন ও বিপজ্জনক খাট', 'আমিষ নিরামিষ', 'কয়েদখানা' প্রভৃতি।

গ. সমাজ চেতনামূলক গল্প : সমাজ চেতনামূলক গল্পে সমাজের স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি বাস্তবতার রূপটিও তুলে ধরেছেন। অনেকটা সমীক্ষা এবং গবেষণায় ছায়াপাত ঘটেছে এই পর্বের কিছু কিছু গল্পে। সর্বোপরি সমাজ বাস্তবতার সামগ্রিক চিত্র বললে যে অবয়ব ধরা পড়ে একটি গল্পে তার বিচিত্র দিক এখানে লক্ষ্য করা যায়। 'ভয়', 'দুপুর', 'উদ্বাস্তু', 'গীতাল', 'যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ', 'অনৈতিহাসিক', 'স্বপ্নজাগরণের ব্রত', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' ইত্যাদি সমাজভাবনা নির্ভর গল্পগুলি আলোচিত হয়েছে।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকটমূলক গল্প : সংকট থেকে মনতত্ত্ব রাজনৈতিক, সমাজ সমস্যার পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয় যদি অর্থনৈতিক সংকট এসে তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মানুষের স্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়। সেই ক্ষয় তিলে তিলে নিয়ে যায় কখনও মানবিক অবক্ষয়ের দিকে, কখনও আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে। 'আত্মসচেতনতার ফাঁকফোকর' (১৯৯০), 'কলকাতা ও গোপাল' ইত্যাদি গল্পগুলিতে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

ঙ. দাম্পত্য জীবনমূলক ছোটগল্প : দুটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পর্কের বহুবিধ স্তর থেকে নেমে আসে দাম্পত্যের বিচিত্র প্রকাশগুলি। সম্পর্ক দুটি মানুষের বসবাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুঃখ এসে হাজির হয় আবার জটিলতা নিয়ে দুরাশা বয়ে চলতে গিয়ে দেখা মেলে আনন্দের। দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তর যে জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, গল্পগুলিতে তার সুস্পষ্ট হদিশ পাওয়া যায়। 'ইছামতী', 'অসুখ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে দেবেশ রায় দাম্পত্য জীবনের বর্ণময় দিক ফুটিয়ে তুলেছেন।

চ. নৈতিক চেতনার হ্রাস মূল্যবোধহীনতা হতাশার গল্প : সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ফলে এই ধরণের গল্পগুলি তৈরি হয়েছে। অবিচ্ছিন্ন বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলোমেলো জীবনে পদার্পণ এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাই যেন এ ধরণের

গল্পে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ, বিদ্বেষ এবং তা থেকেই ভিত্তি হতাশার সূত্রপাত এ পর্বে উল্লেখিত। 'হাড়কাটা', 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'কলকাতা ও গোপাল' প্রভৃতি গল্পে এ জীবনাভিজ্ঞতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। দেবেশ রায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা পালন করতে সমর্থ হয়েছেন।

ছ. বিবিধ :

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, দাম্পত্যমূলক সমস্যা বিষয়গুলি দেখানোর পর মনে হতে পারে গল্পকার দেবেশ রায়ের নতুন করে নতুনভাবে আর গল্পে দেখানোর কিছু নেই। কেননা, উল্লেখিত বিষয়ের উপর দেবেশ রায় যেভাবে গল্পের গভীরে গিয়ে গল্প পরিবেশন করেন, তাতে একদিক থেকে মনে হয় তিনি গল্পের জন্য পুরো জীবনকে সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু 'বিবিধ' পর্যায়ের গল্পগুলিতে মনোনিবেশ করলে সেই ধারণা ভেবে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। বিবিধ পর্যায়ে দেবেশ নিজেকে বারবার ভেবে নানারূপে ধরা দিয়েছেন। বৈচিত্রে ভরা গল্পগুলির ভেতর তিনি নিজেই নিজেকে প্রতিবার অতিক্রম করে গেছেন। 'বিবিধ' পর্যায়ের গল্পগুলি আপাত অর্থে মনে হতে পারে এ গল্পগুলি কোন একটি বিশেষ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এগল্পগুলির প্রকৃত অবস্থান বিবিধ পর্বেই। আত্মভাবনা, আত্মদ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে কিছু কিছু মানুষ নিজেই যখন বেঁচে থাকার সংবিধান তৈরি করেন, সেখানে লক্ষ্য করা যায় ভুলে ভরা সংবিধানের একটি দীর্ঘ তালিকা। একটি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে পৌঁছনোর চাহিদা তাদের জীবনে থেমে গিয়ে উঠে আসে একাকীত্বের লোভনীয় মায়াজাল। আর সেখান থেকেই স্বাভাবিক জীবনযাপনের ছন্দপতন। দেখা মেলে অর্থহীন জীবনের নির্দিষ্ট ঠিকানা। বিজ্ঞাপন জগতের বদলে যাওয়া ভাষায় মানুষ নীরব ভদ্রতার ছলে হয়ে উঠছে হিংস্র, রক্তাক্ত। নতুন প্রজন্ম প্রাথমিক স্তরের জান আহরণে বিজ্ঞাপনকে অসতর্কভাবে মিশিয়ে ফেলছে জীবনের সাথে। অথচ কোনটা ভাল কোনটা ক্ষতিকর তার নির্ণয় ক্ষমতার বিলোপ ঘটছে নৈতিক চেতনা থেকে। মানুষ তার পশুত্ব সব সময় যে তার নিজের উপরই প্রয়োগ করে এমন নয়, সে কোনো একটি পশুর চাল-চলনের ভেতর খুঁজে নেয় আদিমতার গোপন পাঠ। আবার অমানবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে মানুষ পৌঁছে যায় একাধিক হীন কর্মের গন্তব্যে কিন্তু পরিস্থিতি সুযোগ দেয়

তাকে মানবিকতার সত্যিকারের পথে পা মেলাতে। বিভিন্ন বিভিন্ন ধরণের গল্প বিভিন্ন মেজাজে তাঁকে লিখতে দেখা গেছে। সেগুলিকে খুব সহজেই কোন একটি অধ্যায়ে জুড়ে দেওয়া যায় না, কারণ সেগুলির অধ্যায় বিন্যাস একেবারেই আলাদা পর্যায়ে পড়ে। যাইহোক, বিবিধ অনুষঙ্গে দেবেশ রায় এক একটি গল্পে এক একরকমভাবে ধরা দিয়েছেন; যা কিনা কোনো গল্পের সাথে কোনো গল্পের মিল নেই।

পঞ্চম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের গল্পের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল। ১৯৫৫ সাল থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছেন গল্পকার দেবেশ রায়। দীর্ঘ এত বছর ধরে গল্প লেখার দক্ষতা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। যা চর্চার মধ্যে পড়ে তা হল, তাঁর গল্পের রীতি-নীতি, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক ও গঠনকৌশল। 'আঙ্গিক ও গঠনকৌশলে'র দিক থেকেও দেবেশ রায় বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে আলাদাভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর গল্পের কনটেন্ট যে পর্যায়ের তাতে আঙ্গিক ও গঠনকৌশলেও উচ্চ পর্যায়ের একটা ধারা তিনি অতি সহজেই তৈরি করতে পেরেছেন। গল্পের মূল সুর বোঝানোর জন্য কোনো কোনো সময় তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় কোনো কোনো বাক্য বা শব্দকে কয়েকটি পরপর সাজানো বাক্যের মধ্যে খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করতেন। আবার কবিতার মূল আবহ গল্পের শরীরে অনায়াসে সঁপে দিতে পারতেন। আঙ্গিক ও গঠনকৌশলের দিকগুলো গল্প জীবনের শুরু বর্তমান কাল অবধি এমন সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন যেন প্রত্যেকটি গল্পের মধেয শৈল্পিক আবেদন পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়ে। শব্দচয়ন, ভাষাগঠন, বাক্যের যথার্থ ব্যবহার, উপমা সংযোগে মৌলিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে তাঁর দক্ষতা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।